সমবায় সমিতি

ইউনিট ৬

ভূমিকা

মাহিন নানা বাড়ী মুন্সীগঞ্জে বেড়াতে এসে মামার সাথে ঘুরতে বের হলো। রাস্তার পাশের আলুর জমিতে কৃষকদের কর্মকান্ড দেখে মাহিন আশ্চর্য হলো। সে তার মামাকে জিজ্ঞেস করল "পাঁচ বৎসর আগে যে ফড়িয়ারা আলুর জমিতে এসে আলু নিত, তাদের এখন দেখা যায় না কেন? জমির পাশেই ট্রাকে আলু চাষীরা নিজেরা কাগজ কলমে হিসাব রেখে আলু ভরছে।" এর রহস্য কী? জবাবে মাহিনের মামা বলল, পূর্বে আলু চাষীরা ফড়িয়াদের নিকট জিম্মি ছিল। কম দামে তারা ফড়িয়াদের নিকট আলু বিক্রি করতে বাধ্য হতো। অনেকসময় আলুর খরচও উঠত না। তারপর আলু চাষীদের মধ্যে একজন একদিন দায়িত্ব নিয়ে বললেন, "আমরা সবাই মিলে সবার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে পারি একটি সংগঠন গড়ার মাধ্যমে। তখন সবাই মিলে নিজেদের উৎপাদিত আলু ট্রাক ভাড়া করে ঢাকায় নিয়ে বেশী দামে বিক্রি করতে লাগল। এইভাবে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হতে লাগল। বর্তমানে তাদের তিনটি ট্রাক আছে। উপরের এই ঘটনাটিতে বর্ণিত আলু চাষীদের সমিতি বা সংগঠনটি হলো সমবায় সমিতি। এই ইউনিট থেকে আমরা সমবায় সমিতির ধারণা, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা, গঠন প্রণালী, ভূমিকা ইত্যাদি জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : সমবায় সমিতির ধারণা ও ইতিহাস।
পাঠ-৬.২ : সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা ।
পাঠ-৬.৩ : সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী ও প্রকারভেদ।
পাঠ-৬.৪ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান।
পাঠ-৬.৫ : সমবায় সমিতির উন্নয়নে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও সমবায় একাডেমির অবদান।
পাঠ-৬.৬ : বাংলাদেশে সমবায় বিকাশে সমস্যা ও তা দূরীকরনের উপায়।
পাঠ-৬.৭ : সমবায়ের মাধ্যমে সফল হওয়ার কাহিনী।

পাঠ-৬.১ সমবায় সমিতির ধারণা ও ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমবায় সমিতির ধারণা ও ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সমবায় সমিতি, একতাই বল, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

সমবায় সমিতির ধারণা

সমবায় সমিতির অর্থ সম্মিলিত প্রচেষ্টা। নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সহজ অর্থে সমবায় বলে। প্রকৃত অর্থে একই শ্রেণির কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমবায় আইনের আওতায় যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সংগঠন বলা হয়ে থাকে। সকলের তরে সকলে, একতাই বল, স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ইত্যাদি হলো এর মূলমন্ত্র।

হেনরি কালভার্ট বলেছেন, ''সমবায় হলো এমন একটি সংগঠন যার ফলে সমবায় ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে একত্রিত হয়।''

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা সমবায় সমিতির নিম্নোক্ত ধারণা পাই :

১. সমবায় সমাজের কম বিত্ত সম্পন্ন মানুষের সংগঠন;
২. সমশ্রেণী বা সমপেশার কতিপয় ব্যক্তি এরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে;
৩. এর উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যান সাধন করা; এবং
৪. সমবায় আইনের আওতায় এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করা হয়।

পরিশেষে বলা হয়, পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে একই এলাকার সমশ্রেণীভুক্ত সমমনা কিছু ব্যক্তি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় যে গণতান্ত্রিক রীতি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে ২০০১ সালের সমবায় আইন ও ২০০৪ সালের সমবায় সমিতির বিধিমালার আওতায় এরূপ সমিতি গঠন ও পরিচালনা করা হয়।

সমবায় সমিতির ইতিহাস

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে সমবায় সংগঠনের ভাবনা দানা বাধলেও শিল্প বিপ্লবের শুরুর পর এ চিন্তা বাস্তব রূপ লাভ করে। ১৭৫২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় সমিতি গঠন করেন। বৃটেনে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় গঠিত হয় ১৮৪৪ সালে। এ সময়ে বৃটেনের রচডেল নামক স্থানের ২৮ জন তাঁতী মাত্র ২৮ পাউন্ড পুঁজি সহযোগে এ ধরনের ব্যবসায় গড়ে তোলে। এরপর জার্মানীতে কৃষক সমবায় সমিতি ও ফ্রান্সে উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সমবায় আন্দোলন অনেক দীর্ঘদিনের হলেও আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশে ১৮৯৫ সালে ফ্রেডারিক নিকল্‌সন নামক এক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তার নেতৃত্বে এর সূত্রপাত ঘটে। তার প্রচেষ্টায় ১৯০১ সালে সমবায় সমিতি প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন আইন বিধি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়। ১৯০৪ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আইন পাস হয়। কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৯০৪ সালের সমবায় আইন ১৯১২ সালে নতুন করে প্রবর্তন করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে। সমবায় আইনকে পুনরায় যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৪০ সালে পুনরায় ১৯১২ সালের সমবায় আইন পরিবর্তন করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৪০সালের সমবায় আইনে স্বীকৃতি প্রদান করে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ হাজার। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন তেমন অগ্রগতি লাভ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে নতুন করে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তখনও এদেশের সমবায় সমিতিগুলো ১৯৪০ সালের সমবায় আইন এবং ১৯৪২ সালের সমবায় বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১নং অধ্যাদেশ বলে সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারি করা হয় এবং ১৯৪২ সালের সমবায় বিধির পরিবর্তে সমবায় সমিতি বিধি ১৯৮৭ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধি সংশোধন হয়ে সমবায় বিধি ২০০৪ অনুযায়ী ২০০১ সালের সমবায় সমিতি আইন এবং সংশোধিত সমবায় নীতি ২০০৩ এর পরিবর্তে সমবায় নীতি ২০১০ বলে বর্তমানে সমবায় সমিতি গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমবায় আইনের বিবর্তন	
ক)	সমবায় সমিতি আইন ১৯৪০ ⟶ সমবায় সমিতি আইন ১৯১২ ⟶ সমবায় সমিতি আইন ১৯৪০ সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ⟶ সমবায় সমিতি আইন ২০০১
খ)	সমবায় সমিতি বিধি ১৯৪২ ⟶ সমবায় সমিতি বিধি ১৯৮৭ ⟶ সমবায় সমিতি বিধি ২০০৪
গ)	সমবায় নীতি ২০০৩ ⟶ সমবায় নীতি ২০১০

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সমবায় সমিতির ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- সমবায় হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা;
- সমশ্রেণী বা পেশা ও সমমনার কতিপয় ব্যক্তি এরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে;
- বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় আইন ২০০১ অনুযায়ী সমবায় সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হয়।
- সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনই সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য কী ?

ক) মুনাফা অর্জন খ) অর্থনৈতিক কল্যান
গ) সম্পদ সর্বাধিকরণ ঘ) জনসেবা

২। রচডেল সমিতি কারা গড়ে তুলেছিল ?

ক) ছাত্ররা খ) বিজ্ঞানীরা
গ) তাঁতিরা ঘ) কৃষকেরা

৩। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি আইন কত সালের ?

ক) ২০০১ খ) ২০০৩
গ) ২০০৪ ঘ) ২০১০

৪। কত সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আইন পাস করা হয় ?

ক) ১৭০৪ খ) ১৮০৪
গ) ১৯০৪ ঘ) ২০০৪

পাঠ-৬.২ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় সমিতির নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	আইন সৃষ্ট, সহজ গঠন, স্বল্প মূলধন, মুনাফা বণ্টন, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট সদস্য, একতা, সততা, সহযোগিতা, সেবা, সমবায়ের বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা।

সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য : সমবায় একটি আইনসৃষ্ট, অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যবসায় সংগঠন। মুনাফা অর্জন নয়, সদস্যদের আর্থিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনই এরূপ সংগঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে এরূপ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরা হলো:

১. **গঠন প্রকৃতি :** দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে এরূপ ব্যবসায় গঠন করে। এজন্য ফি প্রদান পূর্বক নির্দিষ্ট ফরমে সমবায় নিবন্ধকের নিকট আবেদন করতে হয় এবং অনুমোদন প্রাপ্তির পরেই আইনসঙ্গতভাবে কাজ শুরু করা যায়।

২. **উদ্দেশ্য :** সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণ ও আর্থিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। অন্য ব্যবসায়ের ন্যায় শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন এর উদ্দেশ্য নয়।

৩. সদস্য সংখ্যা : ২০০১ সালের সমবায় সমিতি আইনের ৮ (১ক) ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করতে হলে কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তি এবং কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতিতে ১০ জন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য থাকতে হয়। সদস্য সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বলা হয়নি।

৪. **সদস্যদের প্রকৃতি :** এটি সমাজের কম বিত্তসম্পন্ন বা বিওহীন লোকের সংগঠন। সাধারণত দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাই অধিক হারে সমবায়ের সদস্যপদ গ্রহণ করে। যে কারণে একে ''Citadel of the exploited'' বা ''শোষিতদের আত্মরক্ষার দূর্গ'' হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. **মূলধন সংগ্রহ :** এরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলধন স্বল্প স্বল্প মূল্যের কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত হয়। এরূপ শেয়ারের পরিমান ও প্রতি শেয়ারের মূল্য এর উপবিধিতে উল্লেখ থাকে। এই শেয়ার বিক্রয় ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ করে এর মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৬. **শেয়ার ক্রয়ের সীমা :** সমবায় সমিতির শেয়ার যাতে অধিক সংখ্যক লোক ক্রয় করতে পারে, সেজন্য এ ক্ষেত্রে অবাধে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয় না। কোনো একক সদস্য এর শেয়ার মূলধনের সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশের অধিক মূল্যের শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। [১৫ (২ক) ধারা]

৭. **মুনাফা বণ্টন :** সমবায়ের অর্জিত মুনাফার সবটুকু সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। বাধ্যতামূলকভাবে এর নূন্যতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকী অংশ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে শেয়ার গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৮. **ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এরূপ সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও এ আইন, বিধি ও উপবিধি মোতাবেক গঠিত। কমপক্ষে ৬ ও সর্বোচ্চ ১২ জন সদস্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর এটি ন্যস্ত থাকে। প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ১ বছর এবং এর পর থেকে ৩ বছর।

৯. **সদস্যদের দায় :** সাধারণত সমবায় সমিতিতে এর প্রত্যেক সদস্যের দায় তার ক্রয়কৃত শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে এর নামের শেষে সীমিত বা Ltd. শব্দের উল্লেখ করতে হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত দায় বহনে সদস্যদের বাধ্য করা যায় না।

১০. **সরকারি নিয়ন্ত্রন ও পৃষ্ঠপোষকতা :** আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বিধায় এর ওপর স্বভাবত:ই সরকারি নিয়ন্ত্রন বজায় থাকে। এ ছাড়াও হিসাবপত্র রক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সরকার তত্ত্বাবধান করে। এর বাইরেও সরকার নিজ দায়িত্বে সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দান ও বিভিন্ন আর্থিক-অনার্থিক সহযোগিতা করে।

সমবায়ের নীতিমালা : সমাজের স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন মানুষের নানান সীমাবদ্ধতা নিয়ে পারস্পারিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে এরূপ সংগঠন গঠন ও পরিচালিত হয়। এরূপ সংগঠন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে এর পরিচালক ও সদস্যদের বেশ কিছু মূলনীতি বা আদর্শ মেনে চলতে হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

১. **একতা :** 'একতাই বল' এ প্রধান মূলনীতির উপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র ও সমমনা ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতের আশায় নিজেদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে যেমনি সমবায় সংগঠন গঠন করে তেমনি সফলতা লাভে সকল অবস্থায়ই এর সদস্যদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়।

২. **সাম্য :** সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। এর সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যে যেমনই হোক না কেন সবাই এখানে সমান মর্যাদার অধিকারী। নিজেদের মধ্যে এ ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সমবায় সাফল্য সম্ভব হয় না।

৩. **সহযোগিতা :** সমবায়ের আর একটি মূলমন্ত্র হলো 'দশে মিলে করি কাজ'। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যদের সহযোগিতামূলক মনোভাব ও পরস্পর সহানুভূতিশীল থাকা অপরিহার্য। সমবায়ে হিংসা বিদ্বেষ যাতে দেখা দিতে না পারে তার প্রতি সবসময়ই সর্তক নজর রাখা আবশ্যক।

৪. **সততা :** সমবায় সংগঠন এর প্রত্যেক সদস্যদের বিশেষত পরিচালকদের মধ্যে সততার গুণ থাকা আবশ্যক। সদস্যদের মধ্যে সংহতিও সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ প্রতিষ্ঠানে সততার অভাব দেখা দিলে সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ফলে সদস্যরা আগ্রহ হারায়। এতে ব্যবসায় এগুতে পারে না।

৫. **সেবা :** 'সকলের তরে সকলে আমরা'-এ মূলনীতির ওপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সকলের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এজন্য সদস্যদের মধ্যে জনসেবার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

৬. **গণতন্ত্র :** সমবায় সমিতিকে সব-সময়ই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয়। এর ব্যবস্থাপনা পর্ষদের নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরন করা হয়।

৭. **বন্ধুত্ব :** সহযোগিতার উন্নয়নের জন্য সমবায়ীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক সদস্য সমবায়ীদের যাতে এক অপরকে বন্ধু ভাবতে পারে সেজন্য এর সকল সদস্য ও নির্বাহীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

৮. **সম-ভোটাধিকার :** সমবায় সাম্যের এক অনন্য প্রতীক হলো এর প্রত্যেক সদস্যদের সম-ভোটাধিকার। প্রত্যেকের শেয়ার মূলধন যাই থাকুক না কেন নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচনে প্রত্যেকেই একটি ভোটের অধিকারী হয়। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহনেও এরূপ সম-ভোটাধিকারের নীতি প্রযোজ্য হয়।

৯. **নিরপেক্ষতা :** সমবায়ের অগ্রগতির জন্য একে সবসময়ই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা আবশ্যক। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা দলের প্রভাব ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অত্যন্ত সক্রিয় থাকলে সাফল্য লাভ আশা করা যায় না।

১০. **মিতব্যয়িতা :** নিম্নবিত্ত মানুষের সঞ্চয় রক্ত-ঘামে ভেজা। স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্টার্জিত এই সঞ্চিত অর্থ যাচ্ছেতাই খরচ করা এই সমিতির নীতিতে নেই। সুতরাং সমবায় সমিতি মিতব্যয়িতা অর্জন করে কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সচেষ্ট।

১১. **মুনাফা বণ্টন :** সমবায়ের আর একটি বড় নীতি হলো মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ বণ্টন না করে অর্জিত মুনাফার ১৫% সঞ্চিত রাখা এবং ৩% উন্নয়ন তহবিল বা কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তর করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হতে স্বাতন্ত্রী।

১২. **স্থায়িত্ব :** সমবায় সংগঠন সমবায় আইন দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ নিবন্ধিত সমিতি বন্ধ করে দিতে পারে না কিংবা অবসায়ন ঘটাতে পারে না। যে কোনো ব্যবসায়ের সফলতা তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করে এর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

১. সমবায় একটি আইনসৃষ্ট, অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সংগঠন।
২. দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে এরূপ সংগঠন গড়ে তুলে।
৩. প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করতে কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে ১০ জন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য থাকতে হয়।
৪. 'একতাই বল' এই প্রধান মূলনীতির উপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত।
৫. সমবায়ে বাধ্যতামূলকভাবে এর নূন্যতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকী অংশ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমবায়ের নীতিমালার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি কোনটি?
ক) একতা খ) নিরপেক্ষ
গ) মূলধন বন্টন ঘ) নৈকট্য

২। প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা কত ?
ক) ৭ খ) ১০
গ) ২০ ঘ) ৫০

৩। সমবায় সমিতির মূল বৈশিষ্ট্য কি ?
ক) স্বেচ্ছামূলক সংগঠন খ) মুনাফামূলক সংগঠন
গ) শিক্ষামূলক সংগঠন ঘ) নৈতিক সংগঠন

পাঠ-৬.৩ সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সমবায় সংগঠনের গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	আইনসৃষ্ট, মূলধন গঠন, যৌথ প্রচেষ্টা, সীমাবদ্ধ দায়, স্থায়িত্ব।

সমবায়ের গঠন প্রণালী : সমবায় একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বহাল ২০০১ সালের সমবায় আইন অনুযায়ী এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়। সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে আইনানুগ যে সকল স্তর অতিক্রম করতে হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

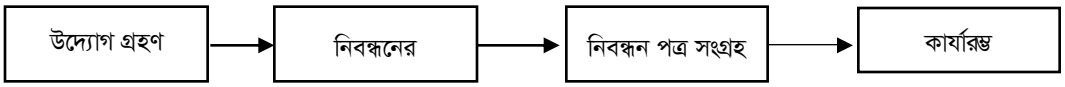

১. **উদ্যোগ গ্রহণ :** সাধারণ বা প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সমপেশা বা সমমনা কিংবা একই এলাকার বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্ক কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তিকে একত্রিত হতে হয়। এদেরকে প্রবর্তক বা উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তাগণ শুরুতেই তাদের মধ্য হতে কমপক্ষে ৬ সদস্য নির্বাচন করে। যা নিম্নরূপ :

- চেয়ারম্যান - ১জন
- ভাইস চেয়ারম্যান - ১জন
- সেক্রেটারি - ১জন
- কোষাধ্যক্ষ - ১জন ও
- সাধারণ সদস্য - ২জন।

এরূপ কমিটি সমবায় সমিতি গঠনের জন্য প্রথমেই একটা খসড়া উপবিধি তৈরী করে, এরূপ উপবিধিতে সমবায় সমিতির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধনের বিবরণ, উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা এবং সমিতি পরিচালনার যাবতীয় নিয়ম-নীতি উল্লেখ থাকে। সমিতিটি যদি সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন হয় তবে নামের শেষে 'সীমিত' (Ltd) শব্দটি উল্লেখ করতে হয়। উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছা করলে উপবিধি তৈরী না করে সমবায় বিভাগ থেকে ছাপানো উপবিধি সংগ্রহ ও তা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত সমিতির নামাংকিত সীলমোহরও তৈরী করা হয়।

২. **নিবন্ধননের জন্য আবেদন :** এ পর্যায়ে সমিতির কর্তাব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সমবায় অফিস হতে প্রয়োজনীয় আবেদন পত্রের ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় দলিলাদি নিবন্ধকের নিকট জমা দেন। এক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হয়:

- প্রস্তাবিত সমিতির সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও তারিখসহ স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজ;
- উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষরসহ উপবিধি ৩ কপি;
- সমবায় সমিতির সীলমোহরের নমুনা এবং
- আবেদনপত্রটি আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে এ মর্মে উদ্যোক্তাদের দেয়া ঘোষনাপত্র।

৩. **নিবন্ধপত্র সংগ্রহ :** দলিলপত্র সম্বলিত আবেদনপত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়ার পর নিবন্ধক তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে আবেদনপত্র জমাদানের ৬০ দিনের মধ্যে সমিতির কর্মকর্তাদের নিবন্ধনপত্র ইসু করেন। আর

আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য বা কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে নিবন্ধক অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে সেগুলো চেয়ে বা প্রয়োজনীয় তদন্ত করে আবেদনপত্রের যথার্থতা নিরূপনপূবর্ক নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন। এক্ষেত্রে নিবন্ধক জমা দেয়া উপবিধি ৩ কপির সকল পৃষ্ঠা স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে ২ কপি উপবিধি আবেদনকারীদের ফেরত দেন এবং ১কপি অফিসে সংরক্ষণ করেন। এর সাথে সীলমোহরও নিবন্ধিত হয়েছে বলে গণ্য হয়।

৪. **কার্যারম্ভ :** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে সমবায় সমিতির আইনগত সত্ত্বা জন্ম লাভ করে। অতঃপর সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উদ্যোক্তাগণ সমিতির নাম ও সীলমোহর ব্যবহার করে উপবিধি অনুযায়ী সমবায় সমিতির কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

সমবায় সমিতির প্রকারভেদ : বিত্তহীন বা নিম্নবিত্ত সম্পন্ন মানুষের সংগঠন হলো সমবায় সমিতি। এ বিত্তহীন মানুষগণ জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। তাই তাদের অভাবও বিভিন্ন রকমের। এর বিভিন্ন অভাব পূরনের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সমবায় সমিতি।

নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমবায় সমিতির প্রকারভেদ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো এবং পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হলো:

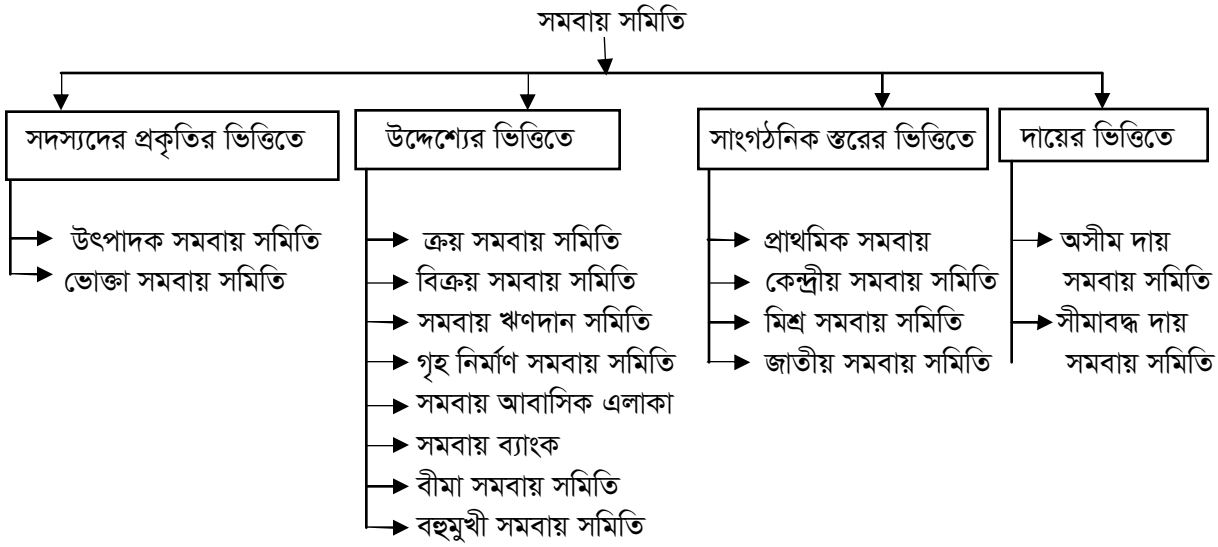

(ক) সদস্যদের প্রকৃতির ভিত্তিতে

১. **উৎপাদক সমবায় সমিতি :** সাধারনত ক্ষুদ্র শিল্প মালিক, শ্রমিক বা উৎপাদকগণ তাদের সীমিত সামর্থ্যকে একত্রিত করে বৃহদায়তন উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়সহ নানা সুবিধা ভোগের জন্য যে সমিতি গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। কম বিত্ত সম্পন্ন উৎপাদকরা কাঁচামাল ক্রয়, পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তা দূর করার জন্য এরূপ সমবায় গঠন করে। কৃষক সমবায় সমিতি, তাঁতি সমবায় সমিতি, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি এ সমিতির উদাহরণ।

২. **ভোক্তা সমবায় সমিতি :** কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী কতিপয় ভোক্তা ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য নিয়মিত পাবার লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক সমবায় বিপনি স্থাপন ও পরিচালনা করলে তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমিতিতে সদস্যরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য সংগ্রহের পাশাপাশি মুনাফাও ভোগ করে। এক্ষেত্রে সদস্য ক্রেতারা তাদের বার্ষিক ক্রয় মূল্যানুপাতে মুনাফা পায়। সদস্য ছাড়া বাইরের লোকজনও এ সমবায় বিপনি হতে পণ্য ক্রয় করতে পারে। সাধারণত শিল্প কারখানা, বড় অফিস, শহরের মহল্লা, হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট, বাড়ি, কোয়ার্টার, কলোনী ইত্যাদি স্থানে এ সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে।

(খ) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে

১. **ক্রয় সমবায় সমিতি :** কোন এলাকার কুটির শিল্পের মালিকগণ বা ক্ষুদ্র পুঁজির সমজাতীয় ব্যবসায়ীগণ তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণাদি এক সাথে অধিক পরিমানে ক্রয়ের সুবিধা অর্জনের জন্য যে সমিতি গঠন করে তাকে ক্রয় সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমিতির সদস্যগণ সরাসরি উৎপাদক বা তার প্রতিনিধি কিংবা পাইকারদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উপকরণাদি ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে।

২. **বিক্রয় সমবায় সমিতি :** একই ধরনের পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোন এলাকার স্বল্প পুঁজির উৎপাদকগণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগের জন্য যে সমিতি গঠন করে তাকে বিক্রয় সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমিতি গঠনের ফলে সমবায় মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পায় এবং নিজেরা সুবিধাজনক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া এ সমিতি উৎপাদক সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করে।

৩. **সমবায় ঋণদান সমিতি :** সমাজের নিম্নবিত্ত সম্পন্ন মানুষ প্রয়োজনে যেন সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এজন্য যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় তাকে সমবায় ঋণদান সমিতি বলে। সাধারণত কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক বা স্বল্প আয়ের সমপেশার লোকজন এরূপ সমিতি গঠন করে। এরূপ সমিতির মাধ্যমে মহাজন ও ঋণদাতার হাত হতে সদস্যদের রক্ষা করা যায়।

৪. **গৃহ নির্মান সমবায় সমিতি :** সমিতির সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য জমি ক্রয় ও তাতে বাড়ি নির্মান করে সদস্যদের মধ্যে বণ্টনের জন্য যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে গৃহ নির্মান সমবায় সমিতি বলে। বর্তমান শহরকেন্দ্রিক জীবনে চরম আবাসিক সংকট দূরীকরনে এ সমিতি তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতি বাড়ী নির্মান করে নির্দিষ্ট মূল্যে ও কিস্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে তা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।

৫. **সমবায় আবাসিক এলাকা :** কোন এলাকাকে আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা এবং বাড়ি নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ পাবার প্রয়াসে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে সমবায় আবাসিক এলাকা বলে। এরূপ সমিতি জমি ক্রয় করে তার যথাযথ উন্নয়ন করে সদস্যদের জমাকৃত অর্থের মূল্যানুপাতে প্লট আকারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে এবং সম্ভব হলে বাড়ী নির্মানের জন্য ঋণ দেয়।

৬. **সমবায় ব্যাংক :** কতকগুলো সমবায় ঋণদান সমিতি সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাবার জন্য কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে। এরূপ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো সদস্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা এবং সদস্যদের বাইরেও লাভজনক খাতে ঋণ দেওয়া ।

৭. **সমবায় বীমা সমিতি :** সমবায়ের ভিত্তিতে কোন বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে তাকে সমবায় বীমা সমিতি বলে। সদস্যদের বীমা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এ ধরনের সমিতি গড়ে ওঠে। সমিতি প্রাপ্ত প্রিমিয়াম দ্বারা মূলধন গঠন করে তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে এবং অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে।

৮. **বহুমুখী সমবায় সমিতি :** একাধিক বা বহুমুখী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সীমিত থাকলেও এ সমিতির উদ্দেশ্য থাকে বহুবিধ। যেমন : উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি। এরূপ সমিতির উপবিধিতে উদ্দেশ্যের বিশদ বর্ণনা দিতে হয় এবং নামের সাথে বহুমুখী কথাটি লিখতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ সমবায় সমিতিই বহুমুখী সমবায় সমিতি।

(গ) সাংগঠনিক স্তরের ভিত্তিতে

১. **প্রাথমিক সমবায় সমিতি :** সমবায় সংগঠনের স্তরগত দিক বিচারে প্রাথমিক যে সমবায় সমিতি গঠন হয় তাকে প্রাথমিক সমবায় সমিতি বলে। সাধারণভাবে সমবায় সমিতি বলতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিকেই বুঝায়। এরূপ সমিতির নূন্যতম সদস্য সংখ্যা ২০ জন। গ্রামীন সমবায় সমিতি এর একটি উদাহরণ।

২. **কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি :** কয়েকটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি মিলে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বলে। কমপক্ষে ১০টি প্রাথমিক সমিতি মিলে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের দ্বারা এ সমিতি পরিচালিত হয়।

৩. **মিশ্র সমবায় সমিতি :** যে সমিতিতে ব্যক্তি সদস্যের পাশাপাশি প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ সদস্য হয় তাকে মিশ্র সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমবায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো ২০ জন। যার মধ্যে কমপক্ষে ১২ জন প্রাথমিক

সমবায় সমিতি সদস্য থাকতে হয়। ব্যক্তি ও সমিতি সদস্য হতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে এ সমিতির নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

৪. **জাতীয় সমবায় সমিতি :** কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে সমিতি গড়ে ওঠে তাকে জাতীয় সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমিতি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে সদস্য সমিতিগুলোকে দক্ষ করে তোলা। কেন্দ্রীয় সমবায় হতে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় সমবায় সমিতির নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

(ঘ) সদস্যদের দায়ের ভিত্তিতে

১. **অসীম দায় সমবায় সমিতি :** যে সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না তাকে সসীম দায় সমবায় সমিতি বলে। ব্যবসায়ের দেনার জন্য এরূপ সমিতির সদস্যরা একক ও যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকে। উপবিধিতে এরূপ দায়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশে এরূপ সমিতি নেই বললেই চলে।

২. **সীমাবদ্ধ দায় সমবায় সমিতি :** এরূপ সমিতিতে সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এরূপ সমিতির নামের শেষে 'সীমিত' (Ltd) শব্দটি লেখা থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	উৎপাদক ও ভোক্তা সমবায় সমিতির আলোচনা থেকে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

সমবায় একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। দেশের ২০০১ সালের সমবায় আইন অনুযায়ী এটি গঠিত ও পরিচালিত হয়।

- উদ্যোগ গ্রহন ⟶ নিবন্ধনের জন্য আবেদন ⟶ নিবন্ধন পত্র সংগ্রহ ⟶ কার্যারম্ভ ⟶ এ চারটি প্রক্রিয়ায় এরূপ সমিতি গঠিত হয়।
- সমাজের বিত্তহীন বা নিম্নবিত্ত মানুষের সংগঠন হলো সমবায় সমিতি। এ বিত্তহীন মানুষগুলো জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। তাই তাদের অভাবও বিভিন্ন। বিভিন্ন অভাব পূরনের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সমবায় সমিতি।
- সদস্যদের প্রকৃতি ⟶ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ⟶ সাংগঠনিক স্তরের ভিত্তিতে ⟶ দায়ের ভিত্তিতে ⟶ বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল কোনটি ?

ক) চুক্তিপত্র খ) উপবিধি

গ) বিবরণপত্র ঘ) সংঘস্মারক

২। সমবায় সমিতি কখন কার্যারম্ভ করতে পারে ?

ক) উদ্যোগ গ্রহনের পর খ) সমবায় উপবিধি দাখিলের পর

গ) কমিশনারের অনুমতি নেওয়ার পর ঘ) নিবন্ধনপত্র পাবার পর।

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	মূলধন গঠন, ঐক্য সৃষ্টি, ঋণের সুযোগ, কর্মসংস্থান, কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান

বাংলাদেশের একটি অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এদেশের কৃষক শ্রমিক, ক্ষুদ্র পুঁজির মালিক, কারিগর, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণির লোক নানা সমস্যায় জর্জরিত। এদের আর্থিক দিক থেকে সাবলম্বী করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. **যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র তৈরী :** যেখানে একক প্রচেষ্টায় সফলকাম হওয়া যায় না সেখানে যৌথ প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি গঠন করে সমাজের বিত্তহীন মানুষগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে।

২. **মূলধন গঠন :** দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মূলধন গঠন ও তা বিনিয়োগ অপরিহার্য। দেশের অধিকাংশ লোক গরীব বলে তারা এককভাবে এ মূলধন গঠন করতে পারে না। তবে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে মূলধন গঠন করতে পারে।

৩. **আত্মসচেতনতা ও ঐক্য সৃষ্টি :** ব্যক্তি স্বার্থ যেখানে সীমিত একক প্রচেষ্টায় সেখানে সাফল্য আসে না। সেখানে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমবায় সমিতি তার সদস্যদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সাফল্য এনে দেয়।

৪. **ঋণের সুযোগ সৃষ্টি :** বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিক সংকটের সময় মহাজন শ্রেণীর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে হিতে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। এ সকল লোককে একত্রিত করে ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করা গেলে সেখান থেকে তারা সহজেই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৫. **কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন :** আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে যার মালিকগণ সীমিত সামর্থ্যের কারনে একক প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সহজেই উক্ত শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** সমবায় সমিতি সমাজের বিত্তহীন মানুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করে। এতে শিল্প মালিকদের আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি বাইরের লোকদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭. **দক্ষতার উন্নয়ন :** সমবায় সমিতি সদস্যদের শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধই করে না এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কার্যসম্পাদনে দক্ষ করে তোলে।

৮. **নৈতিক শিক্ষাদান :** দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে একতা, সাম্য, সততা, সহযোগিতা, গণতন্ত্র, বন্ধুত্ব, সেবা ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন।

সারসংক্ষেপ

- সমবায় সমিতি যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র তৈরী করে।
- সমবায়ের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষেরা তাদের পুঁজি একত্রিত করে মূলধন গঠন করে।
- সদস্যদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সেবা, গণতন্ত্র প্রভৃতি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কি ধরনের সংগঠন প্রয়োজন ?

ক) একক মালিকানা খ) অংশীদারী সংগঠন

গ) যৌথ মূলধনী সংগঠন ঘ) সমবায় সংগঠন

২। বাংলাদেশের মানুষকে সমবায়ের বিষয়ে উৎসাহী করতে কোনটির ধারণা দিতে হবে ?

ক) সাধারণ শিক্ষার খ) কারিগরি শিক্ষার

গ) মূলধন বিষয়ক শিক্ষার ঘ) ভবিষ্যত শিক্ষার

পাঠ-৬.৫ সমবায় সমিতির উন্নয়নে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ও সমবায় একাডেমির অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমবায় সমিতির উন্নয়নে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় একাডেমির অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), গ্রামীন উন্নয়ন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অবদান

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা, এদেশের গ্রামীন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও সরকারি কর্মকর্তা ড. আকতার হামিদ খান এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুমিল্লার সদর থানার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করেন। তিনি সকল প্রাথমিক সমবায়কে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতায় সংঘবদ্ধ করেন। এর ফলে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রম সুসংহত হয় এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়। তার এ ধারণা দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি বা সমবায়ের কুমিল্লা মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দীর্ঘ ৫৩ বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (BARD) শিক্ষা, গবেষণা, গ্রামীন উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে পথিকৃত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি সমবায় সমিতির উন্নয়নে যে সকল অবদান রাখছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. গ্রামীন উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
২. গ্রামীন উন্নয়ন বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দান;
৩. বিভিন্ন উন্নয়ন তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;
৪. পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকান্ড মূল্যায়ন করা;
৫. সরকারী ও অন্যান্য সংস্থাকে উপদেষ্টা হিসেবে সেবা প্রদান;
৬. গ্রামীন উন্নয়ন বিষয়ে দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক কর্মকান্ডে সহায়তা ও তত্ত্বাবধান;
৭. পলিসি প্রণেতাদের গ্রামীন উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান;
৮. গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কনফারেন্স এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[তথ্য সূত্র : ওয়েব সাইট (BARD)]

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অবদান

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সমবায়ের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। এটি কুমিল্লা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কোট বাড়িতে অবস্থিত। এ অঞ্চলের সমবায়ের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম সমবায় একাডেমি কলকাতার দমদমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকার পূবাইলে সমবায় ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সমবায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৬৩ সালে কোটবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৯৮ সালে সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা এটি বাংলাদেশ সমবায় প্রকাডেমিতে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যা স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সমবায় বিভাগের অন্তর্ভূক্ত।

সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত নিবন্ধক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন। তার অধীনে-
উপাধাক্ষ্য- ১ জন,
অধ্যাপক- ১জন,
সহকারি অধ্যাপক- ৪ জন,
প্রভাষক- ২ জন,
গবেষণা কর্মকর্তা- ১ জন,
গবেষণা সহকারি- ১ জন,
পরিসংখ্যানবিদ- ১ জন,
প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ জন,
হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক- ১ জন,
শরীরচর্চা শিক্ষক কাম প্রটোকল কর্মকর্তা- ১ জন,
হিসাবরক্ষক- ১ জন,
কর্মচারী- ৩১ জন সহ মোট ৪৪ জন ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি বাংলাদেশে সমবায় উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তা নিম্নরূপ:

১. সমবায়ের সাথে সংশিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
২. সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বি.সি.এস. সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান;
৩. ননগেজেটেড অফিসারদের সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. সমবায় সমিতির সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়নে সহযোগিতা করা;
৫. সমবায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালনা করা;
৬. সমবায় সংগঠনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে প্রকাশনা ও সাময়িকী প্রকাশ;
৭. সমবায় সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
৮. সমবায়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করা ইত্যাদি।
[তথ্য সূত্র : ওয়েব সাইট, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি]

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকগণের কেন সমবায় সমিতি গঠন করা প্রয়োজন ১০টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা, বাংলাদেশের গ্রামীন উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান।
২. গ্রামীন উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণায় সহায়তা এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার, কনফারেন্স এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
৩. বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি সমবায়ের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান।
৪. সমবায় একাডেমি সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সদস্যদের পেশাগত মান উন্নয়নে সহযোগিতা, গবেষণা কার্য পরিচালনা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে সমবায় একাডেমি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কোথায় অবস্থিত ?

ক) কুমিল্লা খ) নোয়াখালী

গ) বরিশাল ঘ) কুষ্টিয়া

২। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

ক) ১৮৫৯ খ) ১৮৬০

গ) ১৯৫৯ ঘ) ১৯৬০

৩। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কত সালে গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ?

ক) ১৯০৪ খ) ১৯৩৬

গ) ১৯৬৩ ঘ) ১৯৯৮

পাঠ-৬.৬ বাংলাদেশে সমবায় বিকাশে সমস্যা ও তা দূরীকরনের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমবায় বিকাশের সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সমবায়ের সমস্যা দূরীকরনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বাস্তবিক পরিকল্পনা গ্রহণ, মূলধন সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সরকারি সহযোগিতা, শিক্ষা, ঐক্য, দুনীর্তি ও স্বজনপ্রীতি।

বাংলাদেশে সমবায় বিকাশের সমস্যা

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন। এ সকল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমবায়ই উপযুক্ত সংগঠন। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিত্তহীন মানুষগণ সমবায়ের মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারেনি। যে সকল সমস্যার কারণে বাংলাদেশে সমবায় সমিতি বিকশিত হতে পারেনি তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. **শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত। ফলে সমবায় সমিতি কি এবং এর মাধ্যমে কি সফলতা অর্জন করা যায় তা তারা জানে না। এ জন্যই বাংলাদেশে সমবায় বিকশিত হচ্ছে না।

২. **মূলধনের অভাব :** সমাজের বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত সম্পন্ন মানুষেরা সমবায় গঠন করে। কিন্তু এদের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে সমবায় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করতে পারে না। ফলে দেশে ব্যাপকহারে সমবায় সমিতি গড়ে উঠছে না।

৩. **আইনগত জটিলতা :** সমবায় সমিতি গঠন করতে ২০০১ সালের সমবায় আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কম শিক্ষিত বিত্তহীন মানুষের পক্ষে সমবায় আইন যথাযথভাবে পালন করে সমবায় সমিতি গঠন করা খুবই কষ্টকর।

৪. **অদক্ষ ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশের সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় যারা থাকে তারা প্রায়ই অশিক্ষিত ও অদক্ষ হয়। ফলে তারা সফলভাবে সমবায় পরিচালনা করতে পারে না।

৫. **দুনীতি ও স্বজনপ্রীতি :** সমিতির সদস্যদের মধ্যে অনেক সময়ই দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখা যায়। বিশেষ করে যারা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে তাদের মধ্যে এটি বেশী লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 'মিল্ক ভিটায়' ১০ মাসে ১০ কোটি টাকা অনিয়ম। (সূত্র : প্রথম আলো এপ্রিল ২৩, ২০১৩) । এটিও সমবায় বিকাশের অন্তরায়।

৬. **ঐক্য ও সহযোগিতার অভাব:** সমবায় সমিতি গঠন ও সফলতার মূলে রয়েছে ঐক্য ও সহযোগিতা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগনের মধ্যে এ ঐক্য ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন সফল হচ্ছে না।

৭. **প্রশিক্ষণের অভাব :** দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যও সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। তবে বাংলাদেশ সমবায় সমিতি গঠন করে সদস্যদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেই।

৮. **সরকারি সহযোগিতার অভাব :** দেশে সমবায় সমিতি গঠন করে বিত্তহীন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা না পেলে তা সমবায় বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের সমবায় সমস্যা দূরীকরণের উপায় : স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য যে সকল সমবায় সমিতি গঠন করা হয় নানাবিধ সমস্যার কারনে আজও তা সফলতার মুখ দেখেনি। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য নিম্নে কতিপয় উপায় বা পন্থা বর্ণনা করা হলো।

১. **বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ :** বাস্তবতা বিবেচনা করে দেশের সমবায় সমিতিসমূহের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া উচিত। এতে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিসমূহ কোথায়, কিভাবে, কতটুকু অবদান রাখবে তা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

২. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার :** সমবায় সমিতিসমূহের কাজ জোরদার করার জন্য সকল পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্সসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারের পক্ষ হতে ও প্রয়োজনে বেসরকারি সাহায্য সংগঠন গুলোর পক্ষ হতে সমবায়ীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার।

৩. **ব্যাপক প্রচারনা :** সমবায় সম্বন্ধে জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সমবায়ীদের জাতির সামনে তুলে ধরা দরকার। ফলে তাদের দেখে বা তাদের কথা শুনে সমবায়ী ও জনগণ উৎসাহিত হয়।

৪. **শিক্ষাক্রমে সমবায় বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ :** সমবায়ের গুরুত্ব ও শিক্ষাকে জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সম্ভব হলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে তা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

৫. **নির্বাহীদের প্রণোদনা দান :** নির্বাহীদের কার্য সন্তুষ্টি ও তৎপরতার ওপর সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে। তাই নির্বাহীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৬. **দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ :** সমবায় সমিতিসমূহকে কেন্দ্র করে যে দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এজন্য সমবায়ে উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন জরুরী।

৭. **সমবায় বিভাগের উন্নয়ন :** সরকারের সমবায় বিভাগ সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে নেতৃত্ব দানে উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই বিভাগে যে আমলাতান্ত্রিকতা বিদ্যমান তা দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ লোকদের বসানো উচিত।

৮. **সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হয়, অন্যান্য কর্মকান্ডে ব্যয়িত অর্থের তুলনায় তা নেহায়েতই কম। তাই সকল ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক ও অনার্থিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সমবায় বিকাশের সমস্যা ও তা কিভাবে দূর করা যায় আপনার নিজের মত করে ছকে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১. শিক্ষা, মূলধনের অভাব, আইনগত জটিলতা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি সমবায়কে পিছিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ সমবায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

২. প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, নির্বাহীদের প্রণোদনা দান, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সরকারি সহযোগিতা পেলে সমবায় একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমবায় সমিতির মূল সমস্যাটি কী ?

ক) স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি খ) মূলধনের অভাব

গ) শিক্ষার অভাব ঘ) প্রণোদনার অভাব

২। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় যারা থাকে তারা-

ক) অশিক্ষিত ও অদক্ষ খ) উচ্চ শিক্ষিত

গ) মধ্যবিত্ত পরিবার ঘ) অল্প শিক্ষিত

৩। সমবায় সমিতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা কার বেশী জরুরী ?

ক) উদ্যোক্তদের খ) প্রতিযোগিদের

গ) এন.জি.ও. সমূহের ঘ) সরকারের

পাঠ-৬.৭ সমবায়ের মাধ্যমে সফল হওয়ার কাহিনী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমবায়ের মাধ্যমে সফল হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কিস্তি, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার

ফিরোজা বেগম
(একজন সফল সমবায়ি)

অনেক দরিদ্র মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। এমনই একজন মহিলা ফিরোজা বেগম। তিনি নওগাঁ সদর উপজেলার সুলতানপুর মন্ডল পাড়া গ্রামে বাস করেন।

ফিরোজা বেগম একটি চালকলে কাজ করতেন। মিলে কাজ করে তিনি যে মজুরি পেতেন তা খুবই সামান্য। তার স্বামী ও একজন দিনমজুর। তাদের আয় খুব কম থাকায় জীবন ব্যয় নির্বাহ করা ছিল কষ্টকর। প্রায়ই তাদের একবেলা খেয়ে অন্যবেলা উপোস থাকতে হতো। অর্থের অভাবে জীর্ণ ঘরের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়লেও তা মেরামতের ক্ষমতা ছিল না। মোট কথা তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টের। বাংলাদেশ রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BRDB)-এর উদ্যোগে মন্ডলপাড়া বিত্তহীন সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ফিরোজা বেগম এ সমিতির সদস্য হন। পরবর্তীতে তাকে ঐ সমিতির ব্যবস্থাপক মনোনীত করা হয়। তিনি তার আয় থেকে উক্ত সমিতিতে জমা করতে শুরু করেন। সর্বপ্রথম তিনি ৫,০০০/- টাকা সমবায় থেকে ঋণ গ্রহণ করেন এবং ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করেন। এটি তাকে সংসার ও সমাজের প্রতি অধিক দায়বদ্ধ করে তোলে। এরপর তিনি দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গাভী লালন-পালনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন এবং গাভীর দুধ বিক্রি করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করেন। তিনি ১০ টি ধাপে সমিতি হতে ১,৩২,০০০/- টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সকল ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করেছেন। তার দুটি গাভী এখন বাচ্চা প্রসব করেছে। প্রতিদিন তিনি ২০ লিটার দুধ বিক্রি করেন। এছাড়াও তিনি ৭ টি হাঁস ও ৮ টি মুরগি পালন করেন। পারিবারিক চাহিদা পূরনের পর উদ্বৃত্ত ডিম বিক্রি করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করেন। বর্তমানে তার উক্ত সমিতিতে মূলধনের পরিমান ৮,৭০০/- টাকা। আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।

তার কুঁড়ে ঘর এখন আধা পাকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। তার বাড়িতে এখন টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার রয়েছে। তিনি সমবায় সমিতির মাধ্যমে দারিদ্র্যকে দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তার সততা, চারিত্রিক সরলতা, দায়িত্ব সচেতনতা সুলতানপুর মধ্যপাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতিকে একটি আদর্শ সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করেছে। ফিরোজা বেগম একজন সফল সমবায়ি হিসেবে সবার কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠেছেন।

তথ্য সূত্র- (BRDB) ওয়েবসাইট।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একজন সফল সমবায়ির কী কী গুণ থাকা দরকার ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব।
- সমবায়ে সফলতার জন্য সততা, চারিত্রিক সরলতা, দায়িত্ব সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফিরোজা বেগম যে সমিতির সদস্য হন তার মোট সদস্য সংখ্যা কত ছিল ?

ক) ২৩ জন খ) ২৫ জন

গ) ২৭ জন ঘ) ২৯ জন

২। ফিরোজা বেগম সমবায় সমিতি হতে কত টাকা সর্বপ্রথম ঋণ গ্রহণ করেন ?

ক) ৩,০০০ টাকা খ) ৪,০০০ টাকা

গ) ৫,০০০ টাকা ঘ) ৬,০০০ টাকা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সালমা ও নীলা দুই বোন হস্তশিল্পের কাজ করে সংসার চালায়। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে প্রত্যাশিত মূল্য পায়না। এ অবস্থায় তারা ভাবছে একই গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের সাথে মিলিতভাবে উপকরনসমূহ কিনতে পারলে উৎপাদন ব্যয় আরেকটু কম হতো। জিজাইনের বৈচিত্রায়ন, বাজার সম্প্রসারণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুঁজি গঠন করা যেত।

ক. সমবায় সমিতি কী ?

খ. সমবায় সমিতির ১টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

গ. সালমা ও নীলা যদি সমবায়ের কথা ভেবে থাকে সেটা কোন্ ধরনের সমবায় সমিতি হবে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. আলোচ্য উদ্দীপকের আলোকে সালমা ও নীলা সমবায়ের যে সুবিধাগুলো পাবে তা উল্লেখপূর্বক তাদের করণীয় ব্যাখ্যা করুন।

২. মি. রায়ান তার এলাকার অসহায়, দরিদ্র ও অসচ্ছল শ্রেণীর ২৫ জন ব্যক্তি ঠিক করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। তারা এ সমবায় সমিতি হতে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় পণ্য এ সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে ও তাদের গৃহে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী এ সমিতির মাধ্যমেই ন্যায্য মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এভাবে তারা সবাই এ সমিতি হতে সুবিধা ভোগ করে। এখন অনেকেই এ সমিতির সদস্য হতে আগ্রহী।

ক. কোন সালের আইন দ্বারা সমবায় সমিতি গঠিত হয় ?

খ. সমবায় সমিতির ১টি নীতিমালা লিখুন।

গ. উদ্দীপকের মি. রায়ান কোন ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করেছেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. অনেকেই মি. রায়ানদের সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহী - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ ঃ ১. খ ২. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ ঃ ১. ঘ ২. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ ঃ ১. ক ২. ক ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ ঃ ১. গ ২. গ